চিন্তাধারা

রাসূলুল্লাহ সা.-এর পরিবার ও পারিবারিক নির্দেশনা

ড. মীর মনজুর মাহমুদ

বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সালল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহ তা'আলা রহমাতুল্লিল আ'লামীন হিসাবে তাঁকে কেবল মানবজাতি নয়; গোটা সৃষ্টিনিচয়ের করুণার আধার করে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। তাঁর পরিচয় তুলে ধরার কাজটি মানবীয় সামর্থের বাইরে হলেও, তাঁকে জানার আগ্রহ মুক্তিকামী মানুষের স্বভাবজাত ও পরমপ্রিয় বিষয়- আবার বাস্তব অর্থে তা অনিবার্যও বটে। নবী জীবনের ওপর আলোচনার সূত্রপাত করেছেন স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামীন এবং তাঁর আগমনের বহুকাল পূর্ব থেকেই। সকল আসমানী গ্রন্থে তাঁর শুভাগমনের পূর্বাভাস প্রদানের সাথে সাথে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - এর যথাযথ মর্যাদা ও অবস্থানকে তুলে ধরা হয়েছে। নবীর পরিচয় ও মহিমা সম্পর্কে শ্রোতা হিসাবে মানুষ সর্বপ্রথম আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন এবং পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট থেকে জেনেছেন। পরবর্তী সময়ের মানুষেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাহাবীগণের মাধ্যমে তাঁর জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেছেন। সীরাতুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - এর ওপর আলোচনা এত ব্যাপক এবং বিস্তৃত বিষয় যে, সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে দু'হাতের তালুতে পানি ধারণের মত। তাই কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সমপরিমাণ কৌতুহল নিয়ে এ বিষয়ে জ্ঞানার্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। আল্লাহ তা'আলার প্রতি হামদ জ্ঞাপনের সাথে সাথে তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম অব্যাহত থাকবে রাসূলপ্রেমিকদের পক্ষ থেকে। আলোচ্য প্রবন্ধে বর্ণিত উৎস থেকে প্রথমে আমরা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর পরিচয় এবং তাঁর পরিবার ও পরিবার বিষয়ে দিক নির্দেশনা সম্পর্কে তাঁর সীরাত গ্রন্থ হতে অতিসংক্ষেপে আলোচনা করতে চেষ্টা করবো।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর শারীরিক গঠন ও প্রকৃতি : সহীহ হাদীস ও সীরাত গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর পবিত্র শরীরের ও স্বভাব প্রকৃতির সুদীর্ঘ বিবরণ এসেছে। তন্মধ্যে তাঁর এ পরিচয়টি স্বল্প পরিসরে ব্যাপক বিষয় সমন্বলিত আর তা হলো - তিনি মদীনায় হিজরাতকালে খুযায়া গোত্রের উম্মে মাবাদ নামের এক মহীয়সী বৃদ্ধা নারীর বাড়ীতে যাত্রাবিরতি করেন। তাঁর স্বামী এসে আগন্তক কুরাইশী যুবকের পরিচয় জানতে চাইলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর পরিচয় অতিসংক্ষেপে অথচ অসাধারণভাবে তুলে ধরেন নিজ স্বামীর কাছে। তিনি বলেন, "পবিত্র ও প্রশস্ত মুখমন্ডল , প্রিয় স্বভাব , পেট উঁচু নয়, মাথায় টাক নেই, সুদর্শন , সুন্দর , কালো ও ডাগর ডাগর চোখ , লম্বা ঘন চুল, গুরুগম্ভীর কন্ঠস্বর । উঁচু ঘাড়, সুরমাযুক্ত চোখ , চিকন ও জোড়া ভ্রম্ব , কালো কোকড়ানো চুল। নীরব গাম্ভীর্য , আন্তরিক , দূর থেকে দেখলে সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক । নিকট থেকে দেখলে অত্যন্ত মিষ্ট ও সুন্দর। মিষ্টভাষী , স্পষ্টভাষী , নিস্প্রয়োজন শব্দের ছড়াছড়ি থেকে মুক্ত কথাবার্তা । সমস্ত কথাবার্তা মুক্তার হারের মত পরস্পরের সাথে যুক্ত । মধ্যম ধরনের লম্বা , ফলে কেউ তাকে ঘৃণাও করে না, তাচ্ছিল্যও করে না। সুদর্শন , তরুণ, সর্বক্ষণ সাহচর্যদানকারীদের প্রিয়জন । যখন সে কিছু বলে সবাই নীরবে শোনে , যখন সে কোন নির্দেশ দেয়, তৎক্ষণাত সবাই তা পালন করতে ছুটে যায়। সকলের সেবা লাভকারী, সকলের আনুগত্য লাভকারী, প্রয়োজনের চেয়ে স্বল্পভাষীও নয়; অমিতভাষীও নয়। " (যাদুল মায়াদ, ১ম খ, পৃ. ৩০৭)

একজন অতিদক্ষ শিল্পীর হাতে আঁকা ছবি দর্শককে সুবিশাল সমুদ্রের একটি প্রাথমিক ধারণা দিতে পারলেও সমুদ্র তীরে দাঁড়ানোর অনুভূতি কখনই ব্যক্ত করতে পারবে না, ঠিক তেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর ওপর যেকোন বিষয়ের বিবরণ আমাদেরকে তাঁর সম্পর্কে জানার ব্যাপারে আগ্রহী করতে পারলেও জান্নাতে তাঁর দেখা পাওয়া ব্যতীত প্রকৃত তৃপ্তি দিতে পারবে না। তবে অনাগতকালের রাসূলপ্রেমিক মানুষের জন্য উম্মে মাবাদের এ চিরায়ত বর্ণনা এক অনবদ্য চিত্র

হিসেবে বিবেচিত হবে। তার বিবরণ প্রিয় নবীজীকে চোখে না দেখার অনন্ত পিপাসা কিয়দাংশে নিবৃত করতে নয়; বরং ক্ষণিকের জন্য ভাববার সুযোগ এনে দেবে।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর পরিবার: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পঁচিশ বছর বয়সে হযরত খাদিজা বিনত খুওয়াইলিদ ইবন আসাদ ইবন আবদুল উযযা ইবন কুসাইয়ের সঙ্গে পরিনয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ইবরাহীম ছাড়া তাঁর সকল সন্তানই হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। সর্বজ্যেষ্ঠ সন্তান কাসিমের নামানুসারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর উপনাম আবুল কাসিম। সাওয়ারীর ওপর আরোহণ করতে সক্ষম এতটুকু বয়স হয়েছিল তার। যায়নব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কন্যাদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠা এবং সম্ভবত কাসিমের চেয়ে বড় ছিলেন। তাঁর বিবাহ হয় হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহার ভাগ্নে আবুল 'আস ইবন রবীর সাথে। তার এক পুত্র সন্তান হয়। নাম আবদুল্লাহ । শৈশবেইমারা যায়। এক কন্যার নাম উমামা বিনত আবিল 'আস। উমামার বিবাহ হয় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সাথে। অতঃপর তার বিবাহ হয় মুগীরা ইবন নাওফিলের সাথে। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা যথাক্রমে হযরত রুকাইয়া, উম্মুকুলসুম এবং ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম। হযরত রুকাইয়া ও উম্মুকুলসুম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার বিবাহ হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর পিতৃব্য আবু লাহাবের দু'পুত্র উতবা এবং উতাইবার সাথে। সূরা লাহাব অবতীর্ণের পর তারা তাদের দু'জনকেই তালাক প্রদান করেন। এরপর একজনের পর একজন এভাবে দু'জনের বিবাহ হয় হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সাথে। এ কারণে তাঁকে যুন্নুরাইন বলা হয়। হযরত উম্মু কুলসুমের কোন ছেলে সন্তান হয়নি এবং উতবার ঘরে হযরত রুকাইয়ারও কোন সন্তান হয়নি। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ঘরে আবদুল্লাহ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে এবং শৈশবেই মারা যায়। হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার বিবাহ হয় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সাথে। হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন

রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুমা এবং সকল সায়্যিদ তাঁরই সন্তানের বংশধর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর পাঁচ সন্তান তাঁর নবুওয়াত লাভের পূর্বে জন্মলাভ করে এবং ষষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাহ সম্পর্কে অধিকাংশের মত নবুওয়াতের পর জন্মলাভ করে। এ জন্য তাঁর উপাধি ছিল তাইয়্যিব এবং তাহির।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মাতের চেয়ে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে চারটির বেশী বিবাহ করার অনুমতি পান, এ কথা সকলেরই জানা। হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা ‘আনহাসহ তাঁর পবিত্র স্ত্রী সংখ্যা এগার। তাঁর পবিত্র সহধর্মীনি হিসেবে সকলের আগমনই ছিল হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা ‘আনহার ইন্তিকালের পরে। হযরত খাদিজা এবং উম্মুল মাসাকিন হযরত যয়নব বিনত খোযায়মা রা. ব্যতীত সকলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর ইন্তিকালের সময় জীবিত ছিলেন। তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ হলেন- ১. হযরত খাদিজা রা. ২. হযরত সাওদা বিনতে যামআ রা. ৩. হযরত আয়েশা বিনতে আবু বকর রা. ৪. হযরত হাফসা বিনতে ওমর রা. ৫. হযরত যয়নব বিনতে খোজায়মা রা. ৬. হযরত উম্মে সালামা হিন্দ বিনতে আবী উমাইয়া রা. ৭. হযরত যয়নব বিনতে জাহশ ইবনে রিয়াব রা. ৮. হযরত জুয়াইরিয়া বিনতে হারেস রা. ৯. হযরত উম্মে হাবিবা রামলা বিনতে আবু সুফিয়ান রা. ১০. হযরত সফিয়া বিনতে হুয়াই রা. ১১. হযরত মায়মুনা বিনতে হারেস রা.। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - এর দু‘জন দাসী ছিলেন। তাদের একজন মিসরের শাসনকর্তা মোকাওকিসের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত মারিয়া কিবতিয়া এবং অপরজন বনু নযির ও বনু কোরায়যা গোত্রভূক্ত দাসীর নাম ছিল রায়হানা।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর পারিবারিক জীবন: পরিবার ও পারিবারিক জীবন একজন মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এখানে মানবচরিত্রের প্রকৃতরূপ প্রকাশিত হয়ে থাকে। সাধারণভাবে একজন মানুষ তার ব্যক্তিক ও সামষ্টিক জীবনের মধ্যে সুসমন্বয় করতে সক্ষম হয় না। অর্থাৎ উভয় জীবনচিত্রে এক ও অভিন্নরূপদানে ব্যর্থ হয়। এজন্যই তাকে বাধ্য হয়ে বলতে হয়, আমি যা করি তা তোমরা দেখতে এসো না; বরং

আমি যা বলি তাকেই অনুসরণ কর। কিন্তু নবী-রাসূলগণ আল্লাহ তা'আলার বিশেষ তত্বাবধানে পরিচালিত সেজন্য তাঁরা এসকল সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন। তাঁরা মানবতার জন্য সর্বদা আদর্শ স্থানে থাকেন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। তিনি মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। তিনি ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনের একইরূপে চিরন্তন আদর্শ হিসেবে আল্লাহ কর্তৃক ঘোষিত। সেজন্য তাঁর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে ধারণা লাভ করা আমাদের জন্য জরুরী। আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সা. সম্পর্কে বলেন, "নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত।" (আল-কুরআন: ৬৮:৪) কুরআন কারীমের অসংখ্য স্থানে তাঁর সুউচ্চ মর্যাদা, তাঁর আনুগত্য করার অপরিহার্যতা ও উপকারিতা এবং অনুসরণ না করা ভয়াবহ পরিণতির কথা বলা হয়েছে। আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার বর্ণনা মতে তাঁর জীবন কুরআন কারীমের হুবহু প্রতিচ্ছবি হওয়ায় মানবতার মুক্তি ও কল্যাণের জন্য তাঁর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করাও অপরিহার্য।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল ক্ষেত্রেই মানুষের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। আমরা জানি, তাঁর পারিবারিক জীবন-যাপন ছিল অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ, সম্মানজনক। তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ একে অন্যের প্রতি এবং রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি কৃত আচরণে নম্রতা, ভদ্রতা, শালীনতা, ধৈর্য -সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করা এবং সেবাপরায়ণতা, স্বামীর অধিকার পূরণে ছিলেন প্রশংসনীয় ভূমিকা পালনকারিণী। তিনিও ছিলেন সকলের প্রতি দয়াদ্র। এক ব্যক্তি হযরত আয়েশা রা.-কে জিজ্ঞেস করলো, রাসূল সা. ঘরোয়া জীবনে কী কী করতেন? তিনি জবাব দিলেন, রাসূল সা. সাধারণ মানুষের মতই ছিলেন। নিজের কাপড় চোপড়ের তদারকী নিজেই করতেন। ছাগলের দুধ নিজেই দোহাতেন এবং নিজের প্রয়োজনীয় কাজগুলো নিজেই করতেন। কাপড়ে তালি লাগাতে হলে নিজেই লাগাতেন, জুতা মেরামত করতেন। বোঝা বহন করতেন, পশুকে খাদ্য দিতেন। কোন ভৃত্য থাকলে তার কাজে অংশ নিতেন। যেমন, তার সাথে আটা পিষতেন, কখনও একাই পরিশ্রম করতেন, বাজারে যেতে কখনও লজ্জাবোধ করতেন না। নিজেই বাজার সদাই করে আনতেন। প্রয়োজনীয়

জিনিসপত্র সাধারণত একখানা কাপড়ে বেধে আনতেন। কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল যে, রাসূল সা. ঘরোয়া জীবনে কেমন আচরণ করতেন? হযরত আয়েশা জবাবে বলেন, সবচেয়ে বিনম্র স্বভাবের , হাসিমুখে প্রফুল্ল আচরণ করতেন। কেমন বিনম্র স্বভাবের ছিলেন তা বুঝা যায় এই উক্তি দ্বারা যে, 'কখনও কোন ভৃত্যকে ধমক পর্যন্ত দিতেন না। (আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া , ১/২৯৩) হযরত আনাস রা. বলেন, আমি দশ বছর রাসুল সা.-এর খিদমাত করেছি। আল্লাহর কসম! তিনি কখনও আমাকে 'উহ' শব্দও বলেননি এবং আমাকে কোন সময় এটা কেন করলে না, ওটা কেন করনি তাও বলেননি। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৫৮০৫) আপন পরিবার পরিজনের সাথে সহৃদয় আচরণে রাসূলুল্লাহ সা.-এর জুড়ি ছিল না। (সহীহ মুসলিম) তিনি বলেছেন, কর্মচারীকে তার কর্মসম্পাদনে সাহায্য করবে। কেননা আল্লাহর কর্মচারী ব্যর্থকাম হয় না। (আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং-১৯১) এমনই অসংখ্য বিবরণ আমরা নবী সা.-এর পারিবারিক জীবন থেকে জানতে পারি। বর্তমান সময়ে ব্যক্তি , পরিবার ও সমাজজীবনে মানুষ যে সকল সমস্যার মোকাবিলা করছে, তা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ রাসূলুল্লাহ সা.-এর পারিবারিক জীবনের যথাযথ অনুসরণ করা। তাঁর অনুসৃত প্রতিটি দিক মেনে চলার চেষ্টা করা সকল মুসলিমের জন্য অপরিহার্যও বটে। আর তা মেনে চললেই এ আলোচনা অর্থবহ হবে আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন।

পরিবার গঠনে রাসূলুল্লাহ সা.-এর নির্দেশনা : মানবসভ্যতার মূল উপাদান 'মানুষ'। পরিবার হলো মানবসন্তানের পৃথিবীতে আগমনের একমাত্র স্বীকৃত এবং সার্বজনিন প্রতিষ্ঠান ; তাদের লালন ও বিকাশের বিকল্পহীন আদর্শ কেন্দ্র । বিবাহের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়। প্রকারান্তে বিবাহ ও পরিবার ব্য বস্থাই মানবসভ্যতার ভিত্তিমূল । পৃথিবীতে মানবসমাজের সূচনা হয়েছে দু'জন মানব-মানবীর সমন্বয়ে গঠিত একটি পরিবার থেকে। আর তাঁরা হলেন হযরত আদম ও হাওয়া আলাইহিস সালাম। সেদিক থেকে আমরা সকলেই একইসূত্রে গ্রথিত আদম সন্তান । পরিবার মানবসমাজের সর্বপ্রাচীন ও ক্ষুদ্রতম ইউনিট। এটিই এর মূলভিত্তি । যদিও প্রকৃতিবাদী সমাজবিজ্ঞানীরা পৃথিবী ও মানবসৃষ্টি , তার বিকাশ ও উন্নয়ন নিয়ে

অনেক কথা বলেছেন- যা ইসলামের বক্তব্যের সাথে সর্বক্ষেত্রে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। কিন্তু বিষয়টি অতীব মৌলিক হওয়ায় পরিবার ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সম্পর্কে সবিস্তার নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তিনি নিজে পরিবার গঠন করে এবং পারিবারিক জীবনযাপন করে অনাগতকালের মানুষের জন্য একটি আদর্শ পরিবারের গঠন, সদস্যদের লালন-পালন এবং তাদের মাঝে একে অন্যের পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্য, ভালবাসা-মমতাবোধসহ সকল বিষয়ে বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। নিম্নে কয়েকটি দিক তুলে ধরা হলো :

১. বিবাহ কার্যসম্পাদন : পরিবার গঠনের সর্বপ্রথম কাজ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। এটি প্রথম এবং প্রধান কাজ। বিবাহের মাধ্যমে মানুষ ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনের মধ্যে মেলাবন্ধন সৃষ্টি করে। মানবজীবনের পূর্ণতা বিধানে বিবাহ অন্যতম প্রধান নিয়ামক। মানব বংশধারা বৈধভাবে সংরক্ষণের এটিই একমাত্র পথ। অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবে ইসলাম মানব ফিতরাতকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। সে প্রেক্ষাপটে নানাবিধ কল্যাণ বিবেচনায় বিবাহকার্যকে গুরুত্বপ্রদান করা হয়েছে। রাসূল সা. বিবাহকে নিজের রীতি বা সুন্নাত হিসেবে অভিহিত করেছেন। বিবাহ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "বিবাহ আমার সুন্নাত। কাজেই যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত অনুযায়ী কাজ করবে না সে আমার সাথে সম্পর্কিত নয়। তোমরা বিবাহ করো, কারণ আমি আমার উম্মতের বর্ধিত সংখ্যা দিয়ে অন্যান্য জাতির কাছে গৌরব করবো।" (সুনান ইবনু মাযাহ, ১/৫৯২) তিনি আরো বলেছেন, "হে যুবকের দল, তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহের দায়িত্বসমূহ পালন করতে সক্ষম তারা যেন বিবাহ করে,।" (সহীহ বুখারী, ২/৬৭৩)

২. সন্তান-সন্ততি প্রতিপালন করা: বিবাহের মাধ্যমে একজন নারী ও পুরুষের মধ্যে পবিত্র ও সর্বজনস্বীকৃত এক নতুন সম্পর্কের সূচনা হয়। এরপর যাত্রা শুরু হয় পারিবারিক জীবনের। ব্যক্তি মানুষের মধ্যে আসে এক পূর্ণতাবোধ এবং কল্যাণ চেতনা। এ সময়ে নব দম্পতির মাঝে নতুন সংসারের নানা রঙিন স্বপ্ন বাসা বাধে।

তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় স্বপ্ন হিসেবে দেখা দেয় সন্তান -সন্ততি লাভের এক দুর্নিবার প্রত্যাশা । প্রতিটি দিন গড়িয়ে যাওয়ার সাথে এ আকাঙ্ক্ষা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। আল্লাহর অপার করুণায় একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর তাদের কোলজুড়ে আসে নিষ্পাপ সন্তান । আল্লাহ বলেন, "তিনি যাকে ইচ্ছা। " (আল-কুরআন:) কবির ভাষায় "পার হয়ে কত নদী, কত যে সাগর, এই পারে এলি তুই শিশু যাদুকর। কোন্ রূপলোকে ছিলি রূপকথা তুই, রূপ ধরে এলি এই মমতার ভূঁই। " হ্যাঁ , এই শিশু সন্তানই একদিন মা-বাবার দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের সহায়ক অথবা প্রতিবন্ধক হয়। সেজন্য ইসলাম পারিবারিক জীবনে যথাযথভাবে সন্তান সন্ততি প্রতিপালন করাকে প্রত্যেক পিতা-মাতার অন্যতম প্রধান কাজ হিসাবে বিবেচনা করেছে। আর পরিবার গঠনের প্রধান উদ্দেশ্যও এটি। আল্লাহ বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিজনদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। " (আল-কুরআন- ৬৬: ৬) এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন! তোমরা প্রত্যেকেই (রাখালের মত) দায়িত্বশীল , আর এ দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে প্রত্যককেই জবাবদিহি করতে হবে। " (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) তিনি আরো বলেছেন, "মানুষ যখন মারা যায় তিন ধরনের আমল ব্যতীত সব আমল বন্ধ হয়ে যায়, সদকায়ে জারিয়া, ইল্ম যার দ্বারা সে উপকৃত হয় এবং নেককার সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে। " (সহীহ মুসলিম) সুতরাং প্রত্যেক মাতা-পিতার প্রধান কাজ নিজ নিজ সন্তান -সন্ততিকে সঠিকভাবে গড়ে তোলা । এক্ষেত্রে ইসলামের কয়েকটি নির্দেশনা উল্লেখ করা হলো -

এক. সুন্দর নাম রাখা: সন্তান জন্মগ্রহণের পর মাতা-পিতার প্রথ ম দায়িত্ব সন্তানের সুন্দর ও অর্থপূর্ণ একটি নাম রাখা। একটি সন্তানের জন্মলাভের পর এটি তার প্রথম অধিকার।

দুই. ইসলামী আকীদা শিক্ষা দেয়া: আল্লাহ তা'আলা একমাত্র ইলাহ। তিনি ছাড়া ইবাদত পাওয়ার উপযুক্ত কোন সত্বা নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। পিতামাতার প্রধান দায়িত্ব সন্তান-সন্ততিকে শিশুকাল থেকেই ইসলামী আকীদা সম্পন্ন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা। তাদেরকে সর্বপ্রথম কালেমার শিক্ষা দেয়া। সন্তান -সন্ততি

পরিণত বয়সে উপনীত হলে তাদেরকে কালেমার তাৎপর্য শিক্ষা দেয়া। সকল চাওয়া পাওয়া একমাত্র আল্লাহর কাছেই করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, “রাসূল সা. শিখিয়েছেন, “যখন চাইবে কেবল আল্লাহর কাছেই চাইবে আর যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করবে। ” (তিরমিযী)

দুই. সালাত শিক্ষা দেয়া এবং ইবাদতে অভ্যস্ত করা: মুসলিম জীবনে ঈমান আনার পর সালাত আদায়ের প্রসঙ্গ এসে থাকে। এটি ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ । সকল প্রকারের অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে সালাত মানুষকে দূরে রাখে। এর প্রভাব মানুষের সমগ্র জীবনে বিস্তৃত । তাই পিতা-মাতার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে নিজ সন্তান - সন্ততিকে ছোটবেলা থেকেই সালাত শিক্ষা দেয়া। সাথে সাথে ইসলামের অন্যান্য ইবাদত পালনে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত করা। যেমন, সাওম পালন করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্বন্ধে বলেছেন, “তোমাদের সন্তানদেরকে সালাত শেখাবে যখন তারা সাত বছর বয়সে উপনীত হয়, আর বয়স দশ বছর হয়ে গেলে তার জন্য তাদের প্রহার করবে। এবং বিছানায় তাদেরকে আলাদা করে দিবে। ” (আহমাদ)

তিন. হালাল-হারামের বিধান শিক্ষা দেয়া: এটি ইসলামের মৌলিক বিধান। মানবচরিত্রে পরিপূর্ণতা বিধানে এবং জীবনকে সুন্দর ও সুষমামন্ডিত করতে এই বিধান সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান রাখা জরুরী। এই পরিমাণ জ্ঞানার্জন করা ফরজ। কুফর, শিরক, নিফাক, বিদ‘আত সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা জরুরী। সততা ও সত্যবাদিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া, হক ওয়াদা রক্ষা করা, প্রতারণা না করা ইত্যাদি। বর্তমান সময়ে দুর্নীতি এক মহামারীর আকার ধারণ করেছে। ইসলামের হালাল হারামের বিধান সম্পর্কে সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই শিক্ষাদান করা এবং তা মেনে চলতে শিখাতে হবে। তাহলে দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করার স্বপ্ন এক সময় বাস্তবরূপ লাভ করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো শিশুকে বলল, এসো ... তা গ্রহণ কর। তারপর তাকে তা দিল না, তাহলে তা হবে মিথ্যাবাদিতা। (আহমাদ)

চার. ইসলামের পর্দার বিধান মেনে চলতে অভ্যস্ত করা। এটি সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য ফরজ। ছোটবেলা থেকেই সন্তানদের এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ হতে অভ্যস্ত করা। মনে রাখা দরকার, পর্দার বিধান নারী-পুরুষ সকলের জন্য সমান ফরজ। ইসলাম এ বিষয়ে প্রথম নির্দেশ দিয়েছে পুরুষকে সম্বোধন করে। আল্লাহ বলেছেন, হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে কন্যাদেরকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের জিলবারের (জিলবার হচ্ছে এমন পোশাক যা পুরো শরীরকে আচ্ছাদিত করে) কিছু অংশ নিজেদের উপর ঝুলিয়ে দেয়, তাদেরকে চেনার ব্যাপারে এটাই সবচেয়ে কাছাকাছি পন্থা হবে। ফলে তাদেরকে কষ্ট দেয়া হবে না। (সূরা আহযাব : ৫৯) তিনি আরো বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা মুমিন নারীদেরকে ঘরের বাইরে ঘুরাফিরা ও বিনা পর্দায় চলাফেরা করতে নিষেধ করে বলেন : এবং প্রাক -জাহেলি যুগের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না। (সূরা আহযাব : ৩৩) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষের বেশধারী মহিলা ও মহিলাদের বেশধারী পুরুষদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। পুরুষদের মধ্যে যারা মহিলাদের মত চলাফিরা করে এবং মেয়েদের মধ্যে যারা পুরুষদের মত চলাফিরা করে তাদের উপরও অভিশাপ করেছেন। (সহীহ বুখারী)

পাঁচ. আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়া: "এমন জীবন তুমি করিবে গঠন, মরণে হাসিবে তুমি, কাঁদিবে ভূবন"- এটি মানবজীবনের প্রত্যাশিত বিষয়। সে কারণে চরিত্র গঠন মানবজীবনের প্রধান কাজ। ইসলামে আখলাক বা চরিত্রের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রাত্যহিক জীবনের প্রত্যেকটি কাজের মাঝে ইসলামের নির্দেশনা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন চরিত মানবজাতির চরিত্র গঠনের একমাত্র আদর্শ নমুনা। ব্যক্তি জীবনের পরিষ্কার -পরিচ্ছন্নতা অর্জনের মত ছোট ছোট বিষয় থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালনার আদর্শ রয়েছে নবী

জীবনে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।" (আল কুরআন-৩৩ : ২১)

৩. পরিবারের সদস্যদের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন করা: ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় পরিবারের সদস্যদের একে অন্যের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ার ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। পারস্পরিক সহযোগিতা, সম্মানবোধ, ভালবাসা ও পরামর্শের ভিত্তিতে পরিবার পরিচালনার নির্দেশনা আমরা পেয়ে থাকি। এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন আমাদের আদর্শ। "তাঁর সংসার একজন সাধারণ মানুষের সংসারের মতই ছিল এবং তার পরিবেশে স্বাভাবিক ভাবাবেগের জোয়ারভাটা থাকত। সেখানে অশ্রুও ঝরতো এবং মিষ্টি হাসিও দীপ্তি ছড়াতো। এমনকি কখনও কখনও কিছু ঈর্ষাকাতরতাজনিত উত্তেজনারও সৃষ্টি হয়ে যেত। রাসূল সা. যখন বাড়ীতে আসতেন, তখন ভোরের স্নিগ্ধ বাতাসের মত আসতেন এবং এক অপূর্ব প্রশান্তি ও আনন্দের হিল্লোল বয়ে যেত। কথাবার্তা হতো। কখনও কখনও গল্প বলাবলিও হতো। মজার মজার কৌতুক রসিকতাও চলতো।" পারিবারিক জীবনে এমন অনাবিল ও শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টিতে একমাত্র তাঁর আদর্শই আমাদেরকে সঠিক পথ দেখাতে পারে। তিনি বলেছেন, "তোমরা প্রত্যেকেই (রাখালের মত) দায়িত্বশীল, আর এ দায়িত্বশীলতার ব্যাপারেপ্রত্যেককেই জবাবদিহি করতে হবে।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

ইসলামে পরিবার ও তার পরিচালনার কাজটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কুরআন সুন্নাহর গোটা পরিসর মানুষ ও তার প্রতি নির্দেশনায় ভরপুর। আল-কুরআনের মূল বিষয় মানুষ। মানুষকে মানুষ বানাতেই নবুওয়াত ও রিসালাতের ধারা অব্যাহত ছিল। পৃথিবী মাটির, মানুষও মাটির; মাটির পৃথিবীতে মানুষ যেন মানুষের মত করে চলতে পারে, সেজন্যই নবী-রাসূলগণের আগমন। পরিবারই হলো মানব সন্তানের গড়ে ওঠার একমাত্র আদর্শ স্থান। মা-বাবা এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান। সুতরাং পরিবার থেকেই মানুষ গড়ার কাজ শুরু করতে হবে। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবিস্তার নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন,

“উষ্ট্রারোহিনী নারীদের মধ্যে কুরায়শ গোত্রের নারীরা সর্বশ্রেষ্ঠা। অপরজন বলেন, কুরায়শ গোত্রের সৎ নারীগণ, তারা সন্তানের প্রতি শৈশবে খুব স্নেহশীলা এবং স্বামীর প্রতি বড়ই দরদী তার সম্পদের ক্ষেত্রে।” (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৪৮৬১)